দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 OCT 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম 3

165

মতামত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ

বিগত একটি বছর যথারীতি ক্লাস ও পরীক্ষাদী অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বর্তমান শিক্ষা বর্ষের প্রারম্ভে কতিপয় বহিরাগত ও বিপথগামী ছাত্র কর্তৃক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত করার অপচেষ্টায় সাধারণ ছাত্ররা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ও অকৃতকার্যতার কারণে সম্প্রতি কতিপয় ছাত্রের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী বহিষ্কারাদেশ, ভর্তি বাতিল ও প্রমোশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সকল ব্যবস্থার আওতায় পড়ে এরূপ কোন কোন ছাত্রের অভিভাবককে ইতিপূর্বে সংশ্লিষ্ট ছাত্রের পড়ালেখার অগ্রগতি সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে অবহিতও করা হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সর্বাত্মক সৎ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যারা নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে নিজেদের জন্য অশুভ পরিণাম ডেকে এনেছে তার জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। কিন্তু বর্তমানে বিষয়টিকে একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য মহল বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শন করছে। এ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরীহ শান্তিপ্রিয় ছাত্রগণকে ক্লাসে যোগদান করতে বাধা প্রদান ও আবাসিক হলে ভীতি প্রদর্শন করে কতিপয় বহিরাগত ব্যক্তি ও বিপথগামী ছাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত করছে। প্রশাসনের কারও যদি কোন প্রকারের দোষ-ত্রুটি থেকেও থাকে সেই কারণে শান্তিপ্রিয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রদের শিক্ষা অর্জনের পথে বাধা প্রদান কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন বিবেকবান মানুষের কাজ নয়। প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে কেউ যদি নিজেকে অন্যায়ভাবে পরিস্থিতির শিকার বলে মনে করেন তবে সেই ক্ষেত্রে তিনি প্রচলিত আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন। নিজের ক্ষতির কারণে অযথা অপরের ক্ষতি করার মনোভাব কোন ক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়।

সুষ্ঠুভাবে পড়ালেখার পর যথাসময়ে পরীক্ষায় পাস করে কর্মজীবনে প্রবেশ করার বাসনা নিয়েই অধিকাংশ ছাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে

৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন